R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

ইউ, বি, আই-এর সন্নিকটে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ !! মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।
১লা আগষ্ট ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ত্রাণ বিলি বণ্টনে অনিয়মের সতর্কতায় প্রধানদের চিঠি

অসিত রায় : সাগরদীঘি ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সাম্প্রতিক অতি বর্ষণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক পরিবারকে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাতে হচ্ছে। অবিলম্বে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন এবং ক্ষতিপূরণের দাবীতে গত ২৭ জুলাই সাগরদীঘি ব্লক সোস্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিডিও-র দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের সম্পাদক বদরুজ্জামান এবং সভাপতি শেরিফ হোসেন নেতৃত্বে দপ্তরের আধিকারিকদের দিয়ে এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের বানভাসি মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি পাঁচ দফা দাবী সনদ তুলে দেন বিডিও চিন্ময় মন্ডলের হাতে। সাগরদীঘির বিস্তর অঞ্চল এখনও জলমগ্ন। অধিকাংশ পঞ্চায়েতে কংগ্রেস প্রধানরা ত্রাণ সামগ্রী বিলি বন্টনে স্বজন-পোষণ এবং দলবাজি নিয়ে ব্যস্ত। বন্যাকবলিত রতনপুর, বন্যেশ্বর, মোরগ্রাম, গোবর্ধনডাঙ্গার প্রধানরা বিডিও দপ্তরে মজুত থাকা ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা না করায় ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষুন্ন। এ প্রসঙ্গে বিডিও জানান, ত্রাণ বন্টন নিয়ে প্রধানদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তার দপ্তরে এসেছে। আইনগত কারণে সরাসরি ত্রাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও এই অনাচার বন্ধে মহকুমা শাসকের সাথে আলোচনা করে তার দপ্তর থেকে, সরাসরি যাতে ত্রাণ বিলি করা যায় তার চেষ্টা করবেন। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধানদের শোকজও করা হতে পারে। শুধু তাই নয় ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার সরকারী যে নির্দেশ রয়েছে তাতে অনিয়ম হলে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে জানিয়ে তার দপ্তর থেকে চিঠি পাঠানোও হয়েছে। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ঐ দিনই সাগরদীঘি কংগ্রেস সেবাদলের পক্ষ থেকে অসম্পূর্ণ এবং অসংগতিতে ভরা বিপিএল তালিকার প্রতিবাদে বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঐ দলের মুখ্য সংগঠক হাবিবুর রেজার সাথে বিডিও যে অশালীন আচরণ করেছিলেন তার প্রতিবাদে যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখায়।

ইণ্টারভিউ-এর পরে ঐ দিনই ফল প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে গত ১১ জুলাই সহায়িকা থেকে অঙ্গনওয়াড়ী পদে নিয়োগের ইন্টারভিউ ছিল। ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার দু' ঘন্টার মধ্যে নজিরবিহীনভাবে ফল প্রকাশ করেন সি. ডি. পি. ও অমিতাভ সেনগুপ্ত। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আমাদের বিভিন্নভাবে দোষারোপ করে অনেক সময় ফলাফলে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাই বিধায়ক এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যের সিদ্ধান্তে ফল প্রকাশ করা হয়।

বহুমুখী জনসংযোগ নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জঙ্গিপুরের উদ্যোগে, রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ২৪ জুলাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বহুমুখী জনসংযোগ অভিযানে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান, শিশু স্বাস্থ্য, সার্বিক টীকাকরণ বিষয়ে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, ২নং পঞ্চায়েত সমিতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

হঠাৎ জলে ফসলের ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : হঠাৎ অতি বৃষ্টিতে পাগলা ও বাঁশলৈ নদীর জলের তোড়ে সুতী-১ ব্লকের হারোয়া, লালুপুর, গোপালনগর, পরানপুর, শোভারঘাট এলাকার রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যায়। সিধোরী গ্রামের মানুষ নৌকায় যাতায়াত শুরু করেন। ঐ গ্রামের কিছু পরিবার কাদোয়া-বহুতালী ব্রীজের ওপর আশ্রয় নেন। ঐ এলাকার প্রসিদ্ধ নয়নমুনি ধান ও তার চারা জলে ডুবে যাওয়ায় চাষীদের মধ্যে হতাশা এসেছে। হঠাৎ এভাবে জল আসবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৪ সাল।

এখনও অবিদ্যার অন্ধকার

মনের অন্ধতা থেকে নানা রকমের অবিদ্যা, কুসংস্কারের জন্ম। সমাজ দেশ একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ভুবনায়নের জালে সারা বিশ্ব আটকাইয়া পড়িয়াছে। উদারীকরণের মুক্ত বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু মনের জানালা দিয়া তাহার আসা যাওয়া কতটা সম্ভব হইয়াছে তাহা এখনও একটা প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার ষাট বৎসর পার হইতে চলিয়াছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মনের বৃত্তে কতটুকু আলোর প্রতিফলন ঘটিয়াছে—এমনতর জিজ্ঞাসা অনেকেরই মনে স্বততঃই উঁকি দেয়। মধ্যযুগীয় মানসিকতা এখনও বর্তমান। তাহার অস্তিত্বের শিকড় এখনও সমাজ দেহের অনেকাংশে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে।

মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যুগজীর্ণ কুসংস্কার, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা, জাতিগত গোষ্ঠী চেতনা। তাহার সঙ্গে অন্বিত হইয়া রহিয়াছে দারিদ্র্য। যাহার ফলশ্রুতিতে পুঞ্জীভুত হইয়াছে যুগসঞ্চিত অন্ধ তামস। লজ্জার সঙ্গে মুখোমুখি হইতে হয় তখনই যখন শোনা যায় সমাজের নিম্নবর্গের বেশ কিছু মানুষের সেই অন্ধ তামসিকতার প্রতি গভীর অন্ধ বিশ্বাস।

বিজ্ঞান যখন নিত্য নূতন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে, এমতাবস্থায় যুগপৎ বিস্ময় এবং লজ্জার কথা হইল তাহার আলো এখনও সর্বাংশে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। এখনও বেশ কিছু মানুষ ডাইনি হত্যায় বিশ্বাস করে, ঝাড়ফুক, ফুসমন্তর, জলপরা, তেলপরা, তুকতাকের মত কুসংস্কারের প্রতি আস্থাশীল। ডাইনি বলিয়া কোন কিছু কি আছে? সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—তাহাদের বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের লোক সাধারণের মধ্যে কোন লাগাতার রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভাব ঘাটলে তাহার কারণ হিসাবে ডাইনির নজরকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে ডাইনি বিবেচনায় সহায়-সম্বলহীনা-বৃদ্ধা মহিলারা পীড়নের শিকার হয়। জানগুরুর বা গ্রাম্য মুখিয়ার নির্দেশে সেই দুর্ভাগ্য মহিলারা মৃত্যু কবলিত হয়। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষাদীক্ষায় অনালোকিত এমন সব গ্রামে এই ধরনের অমানবিকতা। সর্প দংশনের ক্ষেত্রে গুণিনের ভূমিকা এবং তাহার দাওয়াই সভ্য সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক ঘটনা। অশিক্ষিত হতাশাগ্রস্থ মানুষ এখনও অবিদ্যার হাড়িকাঠে বলি প্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। সর্প দংশিতেরা এখনও গুণিনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করে। ইহা যেমন দুর্ভাগ্যের তেমনি বেদনার। প্রত্যন্ত গ্রামের বিপন্ন মানুষ গুণিনের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিভ্রান্তির শিকার শুধু হয় না, স্বজন হারানোর শিকারও হয়। হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ যাহাদের আছে তাহারাও সেই পথে চলিতে অনীহা দেখায়। ইহা অতীব দুঃখের এবং বেদনার। অবিদ্যা এবং অজ্ঞতা যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবার নয়।

অবিদ্যাজনিত কুসংস্কারের অন্ধকারে সর্বশিক্ষা অভিযানের জ্ঞানের ও চেতনার আলো কতটুকু প্রতিফলিত এবং প্রতিভাসিত হইবে তাহা কে জানে!

দেশাত্মবোধ না দ্বেষাত্মবোধ ?

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

একবার ট্রেনে কতকগুলি ভদ্র ও কতকগুলি আধ-ভদ্র যাত্রীকে একত্রে এক কামরায় দেখা গেল। কাহারও সঙ্গে ব্যাগ বা বাক্স প্যাঁটরা, কি সুটকেশ নাই, প্রত্যেকেরই মুখে বিমর্ষতার ভাব। গলার আওয়াজ ভাঙা, ভাঙা। ইহাদের এই প্রকার ভাব দেখিয়া একজন কৌতুহলী প্যাসেঞ্জার তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কি বিয়ের বরযাত্রী ?

তাহাদের মধ্যে একজন মুরুব্বি ধরনের লোক উত্তর করিল—আজ্ঞে না। তারপর উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে লাগিল—

প্রশ্ন—তবে আপনারা কোথা কি কাজে গিয়েছিলেন।

উত্তর—আমাদের যাত্রার দল আছে, আমরা ঝুলন উপলক্ষে এক জমিদার বাবুর বাড়ী যাত্রা গাইতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন—আপনাদের সাজ পোষাকের বাক্স কিম্বা বাদ্য যন্ত্র ? এ সব কোথা ?

উত্তর—আজ্ঞে, যাদের বাড়ী গাইতে গিয়েছিলাম, তাদের বাড়ীতে এমন যাত্রা কখনও হয়নি। তাই, বাবুরা বল্লেন যে—আসছে বছরও গান গাইতে আসতে হবে। আমরা বললাম—আজ্ঞে, সে কি বলা যায় ? যদি অন্য কোথাও বায়না হয় কিম্বা দূর দেশে মোটা টাকার বায়না পাই, তবে কি ক'রে আসবো। আগামী বছরের কথা আগামী বছর হবে। বাবুরা জিদ ধরলো—তা হবে না। এই বলে সাজ পোষাক, যন্ত্রতন্ত্র সব আটকে রেখে দিয়েছে। কি করি মশাই, বিদেশ বেভুঁই, কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

প্রশ্ন—পাওয়া, থোওয়া কেমন হলো ?

উত্তর—আর বলবেন না মশাই, এই পিঠ খুলে দিচ্ছি দেখুন, কি রকম ভদ্দর লোকের বাড়ী গিয়েছিলাম। বরাত ! বরাত !!

প্রশ্নকর্ত্তা একটু মুচকি হেসে বল্লেন—আরে আমরা যে কাল শুনলাম যে সহরে এক যাত্রার দলকে আসরে পা'ল চাপা দিয়ে উত্তম মধ্যম দিয়েছে। আপনারা কি সেই সম্প্রদায় ?

উত্তর—আজ্ঞে বরাত খারাপ মশাই, এক জায়গায় নয় যেখানে যাই, সেখানেই ভাগ্য সঙ্গে যায়।

প্রশ্ন—পাওনা যদি এমনি হয় তবে সব দলের লোকের মাইনে মজুরী হয় কি করে ?

উত্তর—পূর্ব পুরুষের বিষয় আশয় ছিল, নগদও মন্দ ছিল না, তাই দিয়ে এত দিন চালালাম, আর দেখছি চলে না।

প্রশ্ন—তবে এ কুকর্ম করা কেন ? ছেড়ে দিলেই পারেন।

উত্তর—গুণী লোক মশাই, কোনও কালে চুপ করে বসে থাকতে পারে ? পারে না। আমারও ঐ দোষ। দেখি যদি দেশের কাজে প্রাণ সঁপে প্রাণটা সার্থক করতে পারি।

দেশের বহু গুণী লোক ন্যাতা সেজে কত যে দেশের কাজে প্রাণ মন সমর্পণ করেছেন, আজকাল তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দোষ প্রচার করে নিজের গুণ জাহির করে বেড়াচ্ছেন। এ সব হচ্ছে আগামী নির্বাচনের পাঁইতাড়া। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু কংগ্রেস দলের লোক সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই। তিনি কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী। তিনিও বলিতেছেন কংগ্রেসের শোচনীয়-ভাবে অধঃপতন হইয়াছে।

আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন একবার কিন্তু এই দুর্নীতিপরায়ণ দলের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেসের (৩য় পৃষ্ঠায়)

অফিস অফ দি কাউন্সিলার্স

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ● জেলা মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ ৯২১/(১৫)/১১২/০৭ জে. এম তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০০৭

চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিকট হইতে নির্ধারিত মতো মুদ্রিত ফর্মে সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে যা বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে চেয়ারম্যান জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক গৃহীত হইবে।

১। ক) কাজের নাম	ঃ	জে. এন. এন. ইউ. আর. এম. কর্মসূচীর আই. এইচ. এস. ডি. পি. কম্পোনেন্টের আওতায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বিভিন্ন বস্তিতে ৪টি গ্রুপে আবাসন গৃহ নির্মাণ।
১। খ) ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ	ঃ	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর নাম ও ঠিকানা বহরমপুর ডিভিশন, এম. ই. ডিরেক্টরেট।
১। গ) টেন্ডার দাখিলের অভিজ্ঞতা	ঃ	বিগত ৫ বছরের মধ্যে ঠিকাদারের সম্পাদিত একক ঠিকার যোগ্যতা অধীনে প্রতিটি কাজের জন্য অনুমিত মূল্যের কমপক্ষে ৩০% মূল্যের অনুরূপ ধরনের নির্মাণ কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন এবং এছাড়াও বৈধ প্যান নং, ভ্যাট, বিক্রয় কর, বৃত্তি কর পরিশোধের সার্টিফিকেটের অধিকারী ও সরকারের তালিকা ভুক্ত / সংশ্লিষ্ট পৌরসভার তালিকাভুক্ত / প্রকৃত বহিরাগত জয়েন্ট সেক্টর অর্গানাইজেশন এর অন্তর্ভুক্ত ঠিকাদার হইতে হইবে।
১। ঘ) টেন্ডার দেওয়া কাজের অনুমিত মূল্য	ঃ	৩টি গ্রুপ—প্রতি গ্রুপ মূল্য ১৬·৮০ লক্ষ ও ১টি গ্রুপ মূল্য ১৮·৪০ লক্ষ
ঙ) টেন্ডার ডকুমেন্টের জন্য আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	২০-০৮-২০০৭ বেলা ৩-০০ টে পর্যন্ত।
১। চ) টেন্ডারপত্র ক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	২৩-০৮-২০০৭ বেলা ৩-০০ টে পর্যন্ত।
১। ছ) সময় সীমার শেষ তারিখ ও সময় এবং	ঃ	২৮-০৮-২০০৭ বেলা ৩-০০ টে পর্যন্ত,
টেন্ডার ডকুমেন্ট ফেলার স্থান		জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস।
১। জ) টেন্ডারপত্রের মূল্য	ঃ	১০০০·০০ (হাজার টাকা)

বিশদ এন. আই. টি. টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ (যদি থাকে) মিউনিসিপ্যাল অফিসে চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ দেখতে পারবেন।

কোনও কারণ না দেখিয়ে সর্বনিম্ন টেন্ডার অথবা সকল টেন্ডার বর্জন করার অধিকার নিম্নে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংরক্ষিত এবং তিনি সর্বনিম্ন টেন্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নন।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

পাগলা হনুর আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত চার-পাঁচ দিন ধরে এক পাগলা হনু জঙ্গিপুর বাবুবাজার এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে রীতিমত জখম চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

দ্বেষাত্মবোধ (২য় পৃষ্ঠার পর) বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষও কংগ্রেস নামের ভূষণ ত্যাগ না করিয়া পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়া নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর। শুধু নিজে নির্বাচিত হইলে তো এঁরা খুসি হইবেন না। দলে পুরু হইবার জন্য স্বমতের বহু লোককে নির্বাচন বৈতরণী পার করিতে হইবে। তাই এক এক জেলায় গিয়া নিজেদের গুণ গাইতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। ব্যাকরণ বলে 'আমি' উত্তম পুরুষ। আর এই সব আপনভোলা দেশাত্মবোধীরা এই নির্বাচনের সময় প্রচার করিয়া বেড়ায় আমি উত্তম পুরুষ আমার দলের সাক্ষর, নিরক্ষর, গাঁজাখোর, গুলিখোর, ঘুসখোর সব উত্তম পুরুষ। এই যে দেশাত্মবোধ এর মধ্যে দ্বেষ ও আত্মবোধ দুই মিলে "দ্বেষাত্মবোধ" বলিলে কিন্তু মানায় ভাল। এই সব দলকে পাইল চাপা না দিলে দেশের মঙ্গল নাই। এরা পুঁজিহীন বিড়লা গোয়েঙ্কা। নিজেদের প্রশংসা-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ধনী হইবার যাত্রা গাহেন।

[প্রকাশকাল ঃ ১৩৫৮]

আফিডেবিট

আমি রুহুল আমিন আনসারি, পিতা মহঃ এজাবুল হোসেন, মহম্মদপুর, পোঃ জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ভুলবশতঃ আমার রেশন কার্ডে রুহুল আমিন এবং পিতার নাম এজাবুল হোসেন উল্লেখ আছে। রুহুল আমিন আনসারি ও রুহুল আমিন এবং মহঃ এজাবুল হোসেন ও এজাবুল হোসেন একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৬/১২/০৬ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

বেলা ১১টায় ১ লক্ষ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ইউ, বি, আই শাখা থেকে নিয়ে যাওয়া ৯৯,৫০০-০০ টাকা গত ২৪ জুলাই বেলা ১১টা নাগাদ ছিনতাই হয়। জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ভবানীপুর গ্রামের সঞ্জিৎ দাসের ছেলে ব্যাগ ভর্তি ঐ টাকা নিয়ে স্থানীয় অরবিন্দ পল্লীর বাড়ীতে ফিরছিলেন। হঠাৎ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে কয়েক হাত দূরে একটি মোটর সাইকেলের দুই আরোহী টাকাটা ছেলেটির সাইকেলের সামনের ক্যারিয়ার থেকে নিয়ে নাকি উধাও হয়। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে ছেলেটির এই ধরনের অসাবধানতাকে অনেকে ভালো চোখে দেখেননি।

অভিযান নিয়ে আলোচনা সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি সোমনাথ সিংহ, বি. ডি. ও. রঘুনাথগঞ্জ-২ অনির্বাণ কোলে, সিডিপিও নওসাদ আলি প্রমুখ। পঞ্চায়েত, আই. সি. ডি. এস. ও স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মীদের কাছে সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান, সচেতনতা ও টীকাকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেন তেঘরীর বি. এম. ও. এইচ ডাঃ অসিত দেওয়ান।

ফসলের ব্যাপক ক্ষতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকার মানুষ অনুমান করতে না পেরে সেচের সুবিধার জন্য নিচু জমিতে বীজ বুনেছিলেন। এছাড়া ভাদুই, বোরো, আমন সব ধানের জমিতে এখন অনেক জল। সুতী পুলিশ বন্যা কবলিতদের জন্য কিছু রান্না খাবারের ব্যবস্থা করে। এছাড়া সরকারীভাবে কোন ত্রাণ যায়নি।

সংখ্যালঘু শ্রেণীর উন্নয়নে রাজ্য সরকার

সংখ্যালঘুদের জন্য কেবল শিক্ষা নয়

চাই আধুনিক শিক্ষা, আরো কাজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫৪৮ (২২ , তথ্য / মুর্শিঃ ১৭/৭/০৭

অফিস অফ দি কাউন্সিলার্স

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ● জেলা মুর্শিদাবাদ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ ৯২২/(১৫)/১১২/০৭ জে. এম

তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০০৭

চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির জে. এন. এন. ইউ. আর. এম. প্রোগ্রামের আই. এইচ. এস. ডি. পি. কম্পোনেন্টের বিভিন্ন বস্তি এলাকার অধীন জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ১০০ মিমি ডায়া / ৭৫ মিমি ডায়া সি. আই. পাইপ এবং প্রয়োজনীয় স্পেশাল সরবরাহ করার জন্য বোনাফাইড সরবরাহকারীগণের নিকট হইতে দরপত্র (সাপ্লাই) জমা দেওয়ার জন্য মুদ্রিত ফর্মে সিলকরা দরপত্র আহূত হচ্ছে।

(১) দরপত্রের জন্য দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ ২০-০৮-২০০৭ তারিখ বেলা ৫-০০ টে পর্যন্ত

(২) দরপত্রের কাগজপত্র ইস্যুর শেষ তারিখ এবং সময় ঃ ২৩-০৮-২০০৭ তারিখ বেলা ৩-০০ টে পর্যন্ত

(৩) দরপত্রের কাগজপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ ২৮-০৮-২০০৭ তারিখ বেলা ৩-০০ টে পর্যন্ত,

(৪) দরপত্রের কাগজের মূল্য ঃ ১০০০.০০ টাকা।

দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ, দরপত্রের ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ (যদি থাকে) আগ্রহী দরপত্রদাতাগণ অফিস চলাকালীন সময়ে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে দেখতে পারেন।

কোনও কারণ না দেখিয়ে সর্বনিম্ন দরপত্র অথবা সকল দরপত্র বর্জন করার অধিকার নিম্নে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংরক্ষিত এবং তিনি সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য নন।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে গত ১২ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে এবং জঙ্গিপুর পৌরসভার পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক পি. এম. কে গান্ধী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যুব সমাজকে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বর্তমান মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে যুব চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীজন ছাড়াও অনুষ্ঠানের ভাবধারাকে সামনে রেখে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন পৌরসভার কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক কুমুদরঞ্জন বিশ্বাস। ক্যুইজ প্রতিযোগিতার কৃতি প্রতিযোগিদের জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।